



148902 - যবে ব্যক্তি অন্যাযভাবে কিছু অর্থ গ্রহণ করেছে; কিন্তু সফর করে চলে আসার কারণে সটো ফরেত দতিে পারছে না

প্রশ্ন

আমি উপসাগরীয় দেশগুলোর কোন একটিতে লগিয়াল এডভাইজার হিসেবে কর্মরত ছিলাম। আমি কাজ করইে অর্থ নতিম। কিন্তু, সমস্যা হল আমার অর্থেরে ভতেরে কিছু সন্দহেজনক অর্থ ঢুকে পড়ছে। যবে অর্থগুলো আমি এজেন্টদেরে কাছ থেকে অন্যাযভাবে গ্রহণ করছি এবং সেগুলো আমার হালাল অর্থেরে ভতেরে ঢুকে গেছে। আমি জানিনা যবে, এমন অর্থেরে পরমিাণ কত হব; যহেতু সেগুলো আমার অর্থেরে সাথে মশিে গেছে এবং আমার পক্ষে সেগুলো মালকিদরেরে কাছে ফরিয়ে দেওয়াও সম্ভবপর নয়। যহেতু আমি সে দেশে থেকে চলে এসছি, এখন মশিরে থাকছি। আমি আল্লাহর কাছে এ গুনাহ থেকে তওবা করছি এবং আমার সম্পদকে পুত-পবতির করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে যাচ্ছি। এমতাবস্থায়, যাত করে আল্লাহ আমার প্রতি খুশি হন ও আমাকে মাফ করে দনে সটোর উপায় কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যবে ব্যক্তি অন্যাযভাবে কারো সম্পদ গ্রহণ করেছে তার উপর আবশ্যকীয় হচ্ছে—সে সম্পদ ঐ ব্যক্তিকে ফরিয়ে দেয়া। সম্পদ ফরিয়ে দেওয়া ছাড়া তার তওবা পূরণ হব না। দলিল হচ্ছে আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিস তনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যবে ব্যক্তি তার ভাইয়েরে সম্ভ্রমহানি বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুমেরে জন্য দায়ী থাকে, সে যনে আজই তার থেকে মাফ করিয়ে নেয়, সে দনি আসার পূর্বে যবে দনি তার কোন দনির (স্বর্ণমুদ্রা) বা দরিহাম (রৌপ্যমুদ্রা) থাকবে না। যদি তার সৎকর্ম থাকে তাহলে তার সৎকর্ম থেকে জুলুমেরে সমপরমিাণ কটে রাখা হব। আর তার সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতপিক্ষেরে পাপ হতে জুলুমেরে সমপরমিাণ নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেয়া হব।”[সহি বুখারী (২৪৪৯)]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: “আলমেগণ বলেন, প্রত্যকে গুনাহ থেকে তওবা করা ওয়াজবি। যদি গুনাহটি বান্দার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে হয়ে থাকে; কোন মানুষেরে হক্বেরে সাথে সম্পৃক্ত না হয় তাহলে সে তওবার জন্য শর্ত তনিটি: ১। গুনাহ ত্যাগ করা। ২। কৃত কর্মেরে জন্য অনুতপ্ত হওয়া। ৩। সে গুনাহতে পুনরায় লপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া। যদি এ



তনিটী শরতরে কোন একটী না পাওয়া যায় তাহলে সে তওবা শুদ্ধ হবে না।

আর যদি গুনাহটী মানুষের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে সে তওবার জন্য শরত চারটী: উল্লেখিত তনিটী এবং হক্বদারের হক্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করা; যদি সম্পদ বা এ জাতীয় কিছু হয় তাহলে সেটী মালিককে ফরিয়ী দেওয়া। আর যদি অপবাদ এবং এ ধরণের কিছু হয় তাহলে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নিজেকে তার কাছে পশে করা কথিবা কশমা চয়ে নেওয়া। আর যদি গীবত হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে মাফ চয়ে নেওয়া।”[রিয়াদুস সালাহীন, পৃষ্ঠা-৩৩ থেকে সমাপ্ত]

যদি আপনি অন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদের পরিমাণ না জানেন তাহলে সতর্কতা রক্ষা করে প্রবল ধারণাকে আমলে নবিনে। যদি অর্থের পরিমাণ ১০০-৮০ মাঝে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আপনি ১০০ ধরবেন; যাতে করে নিশ্চিতভাবে আপনার যমিদার মুক্ত হয়।

যদি আপনি হক্বদারকে জানালে বিপরীত ঘটনার আশংকা করেন তাহলে তাকে জানানো আবশ্যকীয় নয়। বরং সম্ভাব্য যে কোন মাধ্যমে অর্থটা তার কাছে পৌঁছালই যথেষ্ট। যমেন—তার একাউন্টে জমা করে দেওয়া, কথিবা এমন কাউকে দেওয়া যিনি তাকে না জানিয়ে তার কাছে অর্থটা পৌঁছিয়ে দবিনে।

আর যদি হক্বদার মারা যায় সেক্ষেত্রে আপনি হক্বদারের ওয়ারশিগণকে পরিশোধ করবেন।

দুই:

আর যদি আপনি চেষ্টা ও খোঁজাখুঁজি করার পরেও হক্বদারকে চিনতে ও অর্থটা তার কাছে পৌঁছাতে সক্ষম না হন; তার নাম ভুলে যাওয়ার কারণে কথিবা অন্য যে কোন কারণে সেক্ষেত্রে আপনি উক্ত অর্থ তার পক্ষ থেকে দান করে দবিনে। তবে শরত হল—যখনই আপনি তার কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন তখনই আপনি তাকে দুটো অপশন দবিনে: এ সদকাকে মনে যাওয়া কথিবা নিজের অর্থটা গ্রহণ করা।

“স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র” তে এসছে— জনকৈ সনৈকি একজন দাস থেকে কিছু অর্থ চুরি করছে: যদি সনৈকি ব্যক্তী দাসটিকে চেনে কথিবা দাসটিকে যে ব্যক্তী চেনে তাকে চেনে সেক্ষেত্রে সন্ধান করে তাকে সে রৌপ্যমুদ্রা বা সমমূল্য বা তার সাথে যা পরিশোধ করতে একমত হবে সেটী পরিশোধ করা। আর যদি তাকে না চেনে ও তার সন্ধান পাওয়ার ব্যাপারে হতাশ হয়ে যায় তাহলে ঐ অর্থ কথিবা ঐ অর্থের সমমূল্যের কাগুজে মুদ্রা এর মালিকের পক্ষ থেকে সদকা করে দবিনে। পরে যদি উক্ত ব্যক্তীকে খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে বিষয়টী তাকে অবহতি করবে। যদি মালিক সদকার বিষয়টী মনে যায় তাহলে ভাল। আর যদি সদকা করাটী মনে না যায় এবং অর্থ দাবী করে তাহলে তাকে তার অর্থ ফেরত দিতে হবে এবং সদকাকৃত অর্থ সনৈকিরে নিজেরে সদকা হিসেবে গণ্য হবে। এ সনৈকিরে কর্তব্য হল: আল্লাহর কাছে ইস্তিফার করা, তওবা করা এবং এ অর্থের মালিকেরে জন্য দোয়া করা।”[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (৪/১৬৫) থেকে সমাপ্ত]



শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: “... যদি আপনি কোন ব্যক্তি থেকে কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কোন কিছু চুরি করলে তাহলে আপনার উপর আবশ্যকীয় হল আপনার যার থেকে চুরি করছেন তার সাথে যোগাযোগ করে বলা যে, আমার কাছে আপনার এত এত পাওনা আছে। এরপর উভয় পক্ষ একটা সমঝোতাত পৌঁছবেন। কটে মনে করতে পারেন যে, এটা তার জন্য কঠিন, তার পক্ষে সম্ভবপর নয় যে, গিয়ে সে ব্যক্তিকে বলবে: আমি আপনার থেকে এত এত চুরি করছি বা আপনার থেকে এত এত নিয়েছি। সক্ষেত্রে আপনি এ দরিহামগুলো তার কাছে পরোক্ষ কোন রাস্তায় পৌঁছিয়ে দিবেন। যমেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন সাথী বা বন্ধুকে দিয়ে বলা যে, এটা অমুকরে পাওনা। ঘটনাটা তাকে উল্লেখ করে বলবে যে, আমি এখন তওবা করছি; আশা করি আপনি অর্থটা তাকে পৌঁছিয়ে দিবেন।

যদি কটে এভাবে করে তার ক্ষত্রে আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য (সংকট থেকে) বের হওয়ার পথ করে দিবেন।”[সূরা ত্বালাক, আয়াত: ২] তিনি আরও বলেন: “যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন।”[সূরা ত্বালাক, আয়াত: ৪]

ধরে নয়ো যাক, আপনি যার থেকে চুরি করছেন তাকে এখন আর চিনবেন না এবং জানেনও না যে, সে কোথায় থাকে: তাহলে এর বধিান আগরেটার চয়ে সহজ। কেননা আপনি চুরিকৃত সম্পদ মালকিরে পক্ষ থেকে সদকা করে দিবেন; এভাবে আপনার দায়িত্ব মুক্ত হবে।

প্রশ্নকারী ভাই যে ঘটনাটা উল্লেখ করছেন সেটা থেকে অবধারতি যে, মানুষের এ ধরণের কর্ম থেকে দূরে থাকা অপরিহার্য। কেননা হতে পারে কোন ব্যক্তি তার নিবুদ্ধতি ও বোকামগিরস্ত অবস্থায় চুরি করে ফলে, সেটাকে তমেন কিছু মনে করল না। এরপর আল্লাহ যখন তাকে হদোয়তে দিয়ে তখন সে এ গুনাহ থেকে মুক্ত হতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।”[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (৪/১৬২) থেকে সমাপ্ত]

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে ও আপনাকে ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।